যুগান্তর

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সমন্বয় সভা

বড় সরকারি কলেজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বড় সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হবে। যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটিং ক্ষমতা আছে, আপাতত তাদের এসব কলেজ দেয়া হবে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়।

ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এতে মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খানসহ সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন অধিদফতর, দফতর, বোর্ড ও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালকরা যোগ দেন।

সভায় যোগ দেয়া একজন শীর্ষ কর্মকর্তা যুগান্তরকে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন। ওই নির্দেশনার বয়স এক বছর পেরিয়েছে। কিন্তু কাজটি এখনও শেষ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করবেন। তাই তার আগমনের

যাচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

যাচ্ছে : অধীনে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আগেই এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সূত্রটি জানায়, সারা দেশে বর্তমানে ৩০৩টি সরকারি কলেজ রয়েছে। কিন্তু এখনই সব কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা মন্ত্রণালয়ের নেই। ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজসহ এ ধরনের বড় কলেজগুলো পুরনো ও আইনে এফিলিয়েটিং ক্ষমতা রয়েছে, এমন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (এসইএসডিপি) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (সেকায়েপ) অধীন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় এমপিওভুক্ত করারও সিদ্ধান্ত হয়। এসব বিদ্যালয়কে এমপিওর অধীনে আনার ব্যাপারে প্রকল্প দলিলেই সরকার দাতা সংস্থার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

সভায় এছাড়া এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী। এ ব্যাপারে প্রতিবেদন সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিককে। প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে সরকারি বিদ্যালয় হবে। তাই কোন উপজেলায় এ ধরনের বিদ্যালয় আছে বা নেই, তার তালিকা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় এতে। এই কাজের নেতৃত্ব দেয়া হয় অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদকে। তাকে সহায়তা করবেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। শিক্ষামন্ত্রী সভায় মাউশিতে এমপিওভুক্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

সূত্র জানায়, এছাড়া জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে সতর্কতা, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়া, ইউজিসি সংস্কারে আইন চূড়ান্ত, অ্যাক্রেডিটেশন আইন চূড়ান্ত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপিত ভ্যাট (৭.০৫ শতাংশ) প্রত্যাহারের বিষয়ে উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন/মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।